[redacted]

[redacted]

[redacted]

সব কিছুরি মূল্য আকাশ চুম্বি। সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলেগেছে।

যে মোটা চাউলের দাম ২৮ টাকা ছিলো আজকে তা ৩৮ টাকা যে আটার দাম ২২ টাকা ছিলো তা হয়েছে ৩০ টাকা। এমনটাই যদি হয় তাহলে এই প্রান্তিক মানুষ গুলো না খেয়ে থাকা ছাড়া কনো পথ নেই।

মাছ মাংস সবজির কথা বাদ দিলেও ডাল ও পেয়াজের দাম আকাশ ছোঁয়া।

কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা ভ্যান চালক রিকশা চালক অটো চালক দিন মজুর তথা যারা দিন আনা দিন খায় এরা হতাশার সাগরে ভাসছে।

কয়েকজন এর কাছে বলতে শুনেছি, এইভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে করোনাভাইরাস এ আক্রান্ত হয়ে মরে যাওয়া ভালো। কারণ কাজ কর্ম নেই বাহিরে সাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করা যাচ্ছে না, আয় রোজগার বন্ধ কিন্তু বাজারে সব কিছুর দাম আকাশ ছোঁয়া এমনটাই যদি হয় তাহলে আমাদের বেচে থাকার আশা ভরসা কোথায়।

দেশের আইন কানুন ও কি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে?

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অহরহ প্রচার হচ্ছে দেশের এই সংকটময় অবস্থায় দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

কিন্তু কে কার কথা শনে। কথায় বলে মনে মনে শেখ ফরিদ বগোলে ইট, এই অশাধু ব্যবসায়ীদের সরকারি বেসরকারি ভাবে যতই নিষেধ করা হোক না কেনো তাদের ব্যবসা তারা তাদের মতই করে চালিয়ে যাচ্ছে তারপরেও এই ভাগ্যে বঞ্চিত মানুষ গুলো চাতকের মত চেয়ে আছে।

অবিলম্বে এই লাগামহীন দ্রব্যে মূল্যর বিরুদ্ধে আইনি প্রনোয়ন করে প্রদক্ষেপ গ্রহন করা হোক।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে

গাংনী বাজারের দোকান-পাট বন্ধ ঘোষনা

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সকল দোকান পাট বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে জেলা প্রশাসনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষনা দেওয়ার পর গাংনী পুলিশ বিভাগ থেকে বাজারের দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তবে ওষুধ, মুদিও দোকান, খাবার ও কাচা বাজার এ ঘোষনার আওতামুক্ত থাকবে বলে জানা গেছে।

এদিকে সন্ধ্যা থেকে দোকান পাট বন্ধ ঘোষনায় সাময়িক অসুবিধা হলেও ব্যাবসায়ীসহ সকল স্তরের লোকজন সমর্থন জানিয়েছেন।

দোকান পাট বন্ধ ঘোষনার সময় গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, সরকারের আদেশে দেশকে করোনা প্রতিরোধে বা করোনা যাতে বিস্তার লাভ না করে সেজন্য সাময়িকভাবে মানুষের জমায়েত এড়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় দোকান পাট বাদে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

মুজিবনগরে ঋণের কিস্তি আদায়ে সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ

সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সাময়িকভাবে মুজিবনগরে সকল ইনজিও থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি আদায়ে সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েঝছে উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা এনজিও বিষয়ক কমিটির মিটিং এ সকল এনজিও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা এনজিও বিষয়ক কমিটির সভাপতি ও উপজেলা

নির্বাহী অফিসার উসমান গনি এক স্বাক্ষরিত বিঙ্গপ্তির মাধ্যেমে এ ঘোষনা দেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের সংক্রামন দেখা দিয়েছে।করোনা প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সারাদেশ প্রায় স্থবির হয়ে পরেছে। এতে সাধারন জনগনের রোজগার কমে গিয়েছে,এমনকি অনেকের দৈনন্দিন আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের পরিস্থিতি আরও খারাপ।ফলে এ পরিস্থিতিতে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য এনজিও ঋণের কিস্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পরেছে। তাই সাধারন জনগনের কথা চিন্তা করে উপজেলা এনজিও প্রধানদের সাথে মিটিং এ আলোচনা করে সকলের সিদ্ধান্তক্রমে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া প্রযন্ত কিস্তি বন্ধ রাখার ঘোষনা দেওয়া হয়।

‘দেশটাকে ইতালির মতো মৃত্যু–উপত্যকা বানাবেন না, প্লিজ’

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর গ্রামের দুই ভাই উৎপল দাস ও বিকাশ দাস। ইতালির রোমে থাকেন তাঁরা। ২০ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে। ১৭ জানুয়ারি দুই ভাই বাংলাদেশে এসেছিলেন, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। ছুটি শেষে ২৪ ফেব্রুয়ারি রোমে ফিরে যান তাঁরা। কিন্তু ইতালিতে তত দিনে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লকডাউন করেছে। ১০ মার্চ থেকে ঘরেই আছেন উৎপল।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টার দিকে ম্যাসেঞ্জারে উৎপল দাসের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা লাখো বাংলাদেশি ইতালিতে মৃত্যুকূপের মধ্যে আছি। সুযোগ থাকার পরও বাংলাদেশের বিপদ বাড়বে বলে দেশে ফিরিনি।

ইউরোপের মতো উন্নত দেশগুলো করোনাভাইরাস মোকাবিলা করতে হিমশিম খাচ্ছে। প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। সেখানে হাজারো সীমাবদ্ধতা থাকা আমাদের দেশ কতটা অনিরাপদ, তা বুঝতে পারছি।’

উৎপল দাস এই মুহুর্তে বাংলাদেশে অবস্থান করা প্রবাসীদের উদ্দেশে বলেন, ‘যাঁরা বাংলাদেশে ফিরে গেছেন, তাঁরা দেশকে নিরাপদে রাখুন। সরকারের আদেশ মেনে কোয়ারেন্টিনে থাকুন। দেশকে বিপদমুক্ত রাখুন। আমরা প্রবাস থেকে টাকা আয় করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখি। অথচ আজ আমাদের অসচেতনতা বাংলাদেশের জন্য বড় বিপদ ডেকে এনেছে। এ দায় আমরা এড়াতে পারব না। দেশের মানুষ আমাদের ক্ষমা করবে না।’

নড়িয়ার ঘড়িসার এলাকার এক বাসিন্দা ১৫ বছর ধরে ভেনিসে থাকেন। তিনি গতকাল রাতে ম্যাসেঞ্জারে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি ভেবেছি করোনাভাইরাস যদি আমার মাধ্যমে বাংলাদেশে যায়, পরিবারের লোকজনসহ দেশের মানুষ সংক্রমিত হবে। দেশটা ইতালির মতো মৃত্যু–উপত্যকা হয়ে যাবে। কিন্তু হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশে গেছেন। তাঁরা নিজেরা আক্রান্ত হয়েছেন। আত্মীয়স্বজনকে সংক্রমিত করেছেন। মৃত্যুর মিছিলে বাংলাদেশকে যুক্ত করেছেন। প্রবাস থেকে যাঁরা দেশে ফিরেছেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ, নিজেকে দুই সপ্তাহ সবার থেকে দূরে রাখুন। দেশটাকে ইতালির মতো মৃত্যু–উপত্যকা বানাবেন না, প্লিজ।’

Lifebuoy Soap
ডামুড্যার কাইলারা এলাকার যুবক কিশোর কুমার ভেনিসে থাকেন। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন,‘এখন ইতালির আবহাওয়া বেশ স্যাঁতস্যাঁতে। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ১৫ দিন ধরে ঘরে আটকা আছি। ঘরে পর্যাপ্ত খাবার আছে। দেশ থেকে স্বজনেরা জানান, ইতালিফেরতদের বাড়িতে পুলিশ লাল পতাকা টানিয়ে দিচ্ছে। তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। ইতালিতে তো আমরা সরকারের সব নিয়ম মেনে চলি। তাহলে দুর্যোগের সময় নিয়ম মানছি না কেন? কেন প্রিয় মাতৃভূমিকে ইতালির মতো মৃত্যু–উপত্যকা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি?’

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় থাকেন নড়িয়ার মশুরা গ্রামের সুমন ঘোষ। তিনি গতকাল রাতে বললেন, ‘বাংলাদেশের স্বজনের জন্য শঙ্কা হয়। যখন শুনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে কেউ দেশের কাউকে সংক্রমিত করেছেন, তখন নিজেকে অপরাধী লাগে। নিজের প্রিয় মাতৃভূমিকে নিরাপদ রাখতে পারলাম না।’

জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, শরীয়তপুরের দেড় লাখ মানুষ প্রবাসে থাকেন, যার ৮০ শতাংশ ইতালিতে থাকেন। এর মধ্যে নড়িয়ার বাসিন্দা ৭০ শতাংশ। ইতালিপ্রবাসীরা প্রতিনিয়ত শরীয়তপুরে যাতায়াত করছেন।

অভিবাসন পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত ২ হাজার ৮৩৮ জন প্রবাসী দেশে এসেছেন, যাঁদের বাড়ি শরীয়তপুর। এর আগে ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত আরও পাঁচ হাজার প্রবাসী শরীয়তপুরে এসেছেন। এর মধ্যে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন মাত্র ৩৬৪ জন। আর হোম কোয়ারেন্টিন শেষ করেছেন ১৫৮ জন। দুজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করেছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)।

শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক কাজী আবু তাহের বলেন, ‘শরীয়তপুরে এসেছেন—এমন প্রবাসীদের তথ্য পেয়ে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। যাঁরা সরকারের নির্দেশ মানছেন না, তাঁদের সংক্রামক রোগ বিস্তার রোধ আইনের আওতায় এনে জরিমানা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৩ জনকে জরিমানা করা হয়েছে।’

গাংনীতে উপজেলা চেয়ারম্যান এর উদ্যোগে হাত ধোয়ার বেসিন উদ্বোধন ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন উদ্বোধন ও মাক্স বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৫ টায় উপজেলা পরিষদ ও হাসপাতাল চত্বরে ব্যাচিং উদ্বোধন ও মাস্ক বিতরণ করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক।

এসময় গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কে এম সাহাবুদ্দীন আহমেদ, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, ভাইস চেয়ারম্যান

ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রবাসীর মৃত্যু – এলাকায় করোনা আতঙ্ক

মেহেরপুর সদর উপজেলার দিঘিরপাড়ায় মঙ্গল হোসেন (৪৯) নামের এক মালয়েশিয়া ফেরত ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এনিয়ে এলাকায় করোনা আতঙ্কে মরদেহ দেখাসহ গোসল ও জানাজায় অংশ নিতে সংকোচ বোধ করতে দেখা গিয়েছে।

জানা যায়, এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে মরদেহের গোসল করাতে অস্বীকৃতি করলে পরে মৃত ব্যক্তির ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন ও তার এক নিকট আত্মীয় মৃতদেহের গোসল করায়।

এসময় সেখানে সব মিলিয়ে জনা দশেক মানুষ ছিলেন। পেও অল্পসংখ্যাক মানুষ জানাযায় অংশ নেয়।

মঙ্গল হোসেনের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, তার পিতা মঙ্গল সকালে মাঠে কাজ করতে গিয়েছিলেন।

দুপুরের দিকে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার খবর পেলে আমরা তাকে মাঠ থেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার বলে হার্ট এট্যাক কেও মারা গেছেন।

তিনি আরো জানান, ১৫ দিন আগে তিনে মালয়েশিয়া থেকে আসলেও তার কোন জ¦ও, সর্দি বা ঠান্ডা জনিত কোন সমস্যা ছিল না।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সউদ কবীর জানান, প্রবাস ফেরত ওই ব্যক্তি হাসপাতালে আনার আগেই তিনি হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন জানান, মৃত্যুও খবর ও এলাকাবাসী আতঙ্কিত হওয়ার কারণে আমরা আইইডিসিআর এর সাথে যোগাযোগ কেও মৃত ব্যক্তির অসুস্থতার উপসর্গ তুলে ধরলে তারা এটিকে হার্ট এ্যাটাকে মৃত বলে নিশ্চিত করেন। এনিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন প্রস্তুতের কাজ চলছে

সময় গড়ানোর সাথে সাথে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় কঠোর পদক্ষেপের দিকে যাচ্ছে মেহেরপুরের প্রশাসন, পুলিশ ও স্বাস্থ্য বিভাগ। জনসচেতনা সৃষ্টির পাশাপাশি উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলায় চলছে নানা প্রস্তুতি। জেলা পর্যায়ে ২০০ বেডের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন ও উপজেলা পর্যায়ে ১০০ বেডের কোয়ারেন্টিন প্রস্তুত করার কাজ চলছে।

সোমবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি, সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা প্রশাসক জানান, মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভবনগুলোকে ২০০ জন কোয়ারেন্টিন করা যায় এমন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অপরদিকে গাংনী উপজেলার জন্য চৌগাছা ও বাঁশবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মুজিবনগর উপজেলার জন্য মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন প্রস্তুত

মেহেরপুরের আমঝুপিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সোমবার সকাল ১১টার দিকে আমঝুপি পরিষধের নিজস্ব হল রুমে চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নুর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। সভায় ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে মাইকিং, লিফলেট বিতরন ও পোষ্টারিং করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া রাত ৮.০০ ঘটিকা থেকে সকল দোকান বন্ধ করা। একের অধিক মানুষ এক সাথে না থাকা। দ্রব্য মুল্যের দাম বৃদ্ধি না করা। বিদেশ থেকে কোন মানুষ আসলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বা ইউনিয়ন পরিষদকে তাৎক্ষনিক জানানো।

কমিটির সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহমেদ চুন্নু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি মতিউর রহমান, ৮ নং ওয়ার্ডের মেম্বর আবুল কাশেম, ৯ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মশিউর রহমান ডাবলু, ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বর আমিনদ্দীন, ৫ নং ওয়াার্ডের মেম্বর আলেকচাঁদ মল্লিক, ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বর আনারুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ডের মেম্বর আক্তার হোসেন, মহিলা মেম্বর বুলবুলি খাতুন, মহিলা মেম্বর কুসুম, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালেদ হোসেন রুমি, আমঝুপি বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুলতানা পারভিন, প্রধান শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম, খলিলুর রহমান, সাংবাদিক মো: শহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক, আকতারুজ্জামান প্রমুখ।

এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গাংনীতে উপজেলা প্রশাসনের

অভিযানে দু ব্যবসায়ীর অর্থদন্ড

মেহেরপুরর গাংনীতে বাজারমুল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন। চাউলের মুল্যবৃদ্ধি, মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার সংরক্ষণ করার অপরাধে রবিবার বিকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

অভিযানে উপজেলার হেমায়েতপুর বাজারে চাল ব্যাবসায়ীসহ দু’টি দোকান মলিককে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা করে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের আইনে দন্ডিতরা হলো- হেমায়েতপুর বাজারের টিটু স্টোরের মালিক চাউল ব্যাবসায়ী রাজিবুল হক এবং ভাই ভাই স্টোরের মালিক হামিদুল ইসলাম।

এসময় এক হোটেল ব্যবসায়ীকে নোংরা পরিবেশে খাবার না রাখার হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। একই সাথে উক্ত বাজারের সকল চায়ের দোকানে টিভি না রাখা এবং জন জমায়েত সৃষ্টি না করার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি হলে প্রশাসনকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

এমন অভিযোগ পেলে তাৎক্ষনিক ব্যাবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছেন নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।